যায়যায়দিন

তারিখ 10 JAN 2009
পৃষ্ঠা ৩ কলাম

চবিতে ছাত্রলীগের বেহাল অবস্থা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

অভ্যন্তরীণ কোন্দল, ক্যাম্পাসের বাইরে দুই নেতাকে অনুসরণ আর মেয়াদ উত্তীর্ণ কমিটির নেতৃত্বের কারণে চরম বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি) ছাত্রলীগে। এ অবস্থায় ক্যাম্পাসে আধিপত্য বিরোধী আন্দোলনে নিজেদের শক্ত অবস্থান তৈরি, সাংগঠনিক ভিত্তি মজবুত ও দলের নতুন নেতৃত্বের গতিশীলতা আনার লক্ষ্যে অবিলম্বে নতুন কমিটি দাবি করছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের বর্তমান সব সক্রিয় নেতাকর্মী। তবে একই সঙ্গে নতুন কমিটি গঠিত হলে দলে আরো গ্রুপিং ও কোন্দল চরম আকার ধারণ করবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন কয়েকজন সিনিয়র ছাত্রলীগ নেতা। সবকিছু মিলিয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাংগঠনিক অবস্থায় বিরাজ করছে এক অস্থিরতা।

জানা গেছে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের ১৮১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠিত হয়েছে ২০০৪ সালের ১৪ অক্টোবর। এতে কাজী মাজহারুল ইসলামকে সভাপতি, এরশাদ হোসেনকে সাধারণ সম্পাদক ও কবকল আলম বিদ্যুৎকে সাংগঠনিক সম্পাদক করা হয়। কিন্তু এক বছরের কমিটি পাঁচ বছরেও নবায়ন না করায় অনেকটা স্থবির হয়ে পড়েছে ছাত্রলীগের সব কর্মকাণ্ড। এছাড়া আগের কমিটির ১৮১ জনের মধ্যে ১৭০ জনেরই ছাত্রত্ব ফুরিয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন বর্তমানে সক্রিয় অনেক সিনিয়র নেতা। এদের মধ্যে আবার প্রায় ২০ জন চাকরি ও ব্যবসা-বাণিজ্যে আর কমপক্ষে ১০ জন চলে গেছেন সংসার জীবনে। অনেকেই দু'এক সন্তানের জনক হয়েছেন বলেও জানান বর্তমান নেতারা। এছাড়া সভাপতি কাজী মাজহারুল ইসলাম কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি হওয়ায় বিগত তিন বছরে ক্যাম্পাসে তার পা পড়েনি। ফলে একদিকে সভাপতিহীন নেতৃত্ব অন্যদিকে বিগত জোট সরকার আমলে শিবিরের একক দখলের বিরুদ্ধে তেমন কোনো প্রতিরোধ আন্দোলন করতে পারেনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ। তবে দলের প্রতি আন্তরিকতা থাকায় গত ৭ বছরে প্রায় ৯৫টি ছোটখাটো আন্দোলনে সক্রিয় থাকার চেষ্টা করেছেন বর্তমানের অনেক সিনিয়র ও মধ্যম সারির নেতাকর্মী।

এছাড়া গত ৫ বছরে শিবিরের একক আধিপত্যের বিপক্ষে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দুই বছরে শেখ হাসিনা ও দলীয় নেতাকর্মীদের মুক্তির দাবিতে যেসব নেতা ক্যাম্পাসে নিয়মিত ছিলেন তারা হলেন- সাধারণ সম্পাদক এরশাদ হোসেন, সহসভাপতি আবুল মনসুর জামসেদ, আনিসুজ্জামান ইমন, সাংগঠনিক সম্পাদক নজরুল ইসলাম প্রমুখ। বর্তমানে আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হওয়ায় এরাই নতুন কমিটিতে শীর্ষ পদগুলো অর্জনের দৌড়ে এগিয়ে আছেন। তবে এদের মধ্যেই আবার কয়েক সিনিয়র নেতা ব্যক্তিগত স্বার্থের কারণে নতুন কমিটি চান না বলেও মধ্যম সারির নেতারা নাম প্রকাশ না করার শর্তে অভিযোগ করেছেন। এদিকে ১৯৯৪-৯৫ সালের শিক্ষাবর্ষের সভাপতির ছাত্রত্ব ফুরিয়েছে অনেক আগেই। বাকি কয়েক শীর্ষ নেতার ছাত্রত্ব শেষের অভিযোগ আনলেও এখনো ক্যাম্পাসে সরব আছেন সাধারণ সম্পাদক এরশাদ ও সহসভাপতি আবুল মনসুর জামসেদসহ আরো দু'এক নেতা। তবে দলের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ছাত্রত্ব থাকা নেতাদের মধ্য থেকে অবিলম্বে কমিটি ঘোষণা করার বর্তমান নেতাদের দাবি থাকলেও এ নিয়ে সংঘর্ষের আশঙ্কাও করছেন অনেকেই। কারণ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ নিয়ন্ত্রিত হয় চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের দুই প্রভাবশালী নেতার পৃষ্ঠপোষকতায়। এদের একজন মেয়র মহিউদ্দিন ও অন্যজন আ. জ. ম নাসির। এছাড়াও এ দুটি মূল গ্রুপ ছাড়াও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ কমপক্ষে আরো ৬টি সাব গ্রুপে বিভক্ত। তাই উভয় গ্রুপে সমতা আনতে না পারলে কমিটি নিয়ে সংঘর্ষ ভয়াবহ রূপ ধারণ করতে পারে। ছাত্রলীগের কমিটি গঠন ও বর্তমান সাংগঠনিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি আবুল মনসুর জামসেদ বলেন, কমিটি হওয়া দরকার।